গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
জেলা মৎস্য কর্মকর্তার কার্যালয়
পটুয়াখালী।
Web: www.fisheries.patuakhali.gov.bd

বিষয়টি অতীব জরুরী

পত্র নং ৩৩.০২.৭৮০০.৪০০.১৭.০১৯.১৫-২৬৪

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়: **যথাযথভাবে মাসিক প্রতিবেদন প্রস্তুত করন প্রসঙ্গে।**

উর্পযুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, মাসিক প্রতিবেদন পর্যালোচনায় কিছু ত্রুটি বিচ্যুতি পরিলক্ষিত হয়েছে। ত্রুটি বিচ্যুতি দূরীকরনে নিম্নোক্ত পরামর্শ প্রদান করা হলোঃ

১.মৎস্য রক্ষা ও সংরক্ষন আইন ১৯৫০ ও অন্যান্য আইন বাস্তবায়নে মাসিক প্রতিবেদনঃ উক্ত প্রতিবেদনে এই অর্থ বছরে ফরমালিন ব্যবহার নিয়ন্ত্রনে কোন উপজেলাতে মোবাইল কোর্ট/অভিযান/সচেতনতা সভা /মামলা করা হয় নি। প্রতিমাসে আবশ্যিকভব মোবাইল কোর্ট/অভিযান/সচেতনতা সভা করতে হবে।

২. মৎস্য খাদ্য আইন ও বিধিমালা বাস্তবায়নের প্রতিবেদনঃ উক্ত প্রতিবেদনে ২০১৮-১৯ অর্থবছরে অদ্যাবদি কোন উপজেলাতেই লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয় নি এবং কোন অর্জন নাই। লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করে মোবাইল কোর্ট/অভিযান করতে হবে।

৩. কর্মকর্তা/কর্মচারীদের বাৎসরিক ৬০ ঘন্টা প্রশিক্ষন প্রদানঃ দপ্তরে সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বৎসরে ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষনের জন্য উর্তন কতৃপক্ষ নির্ধারন করে দিয়েছে । কিন্তু উক্ত প্রশিক্ষন বাস্তবায়নে উপজেলার গাফলতি রয়েছে। সকল কর্মকর্তা/কর্মচারী বৎসরে ৬০ ঘন্টা ইন-হাউজ প্রশিক্ষন গ্রহন করবে এবং সিনিয়র উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা বাস্তবায়ন করবেন।

৪.২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনঃ উক্ত প্রতিবেদনে দেখা যায় যে,ক্যাটাগরি ৩(খ) তে সদর উপজেলায় ০৪ টি,কলাপাড়া উপজেলায় ০৫ টি, বাউফল উপজেলায় ০৬টি, মির্জাগঞ্জ উপজেলায় ০৪ টি,দশমিনা উপজেলায় ০৩ টি, দুমকি উপজেলায় ০২ টি খুচরা মৎস্য খাদ্য বিক্রেতা আছে। অথচ অর্থ বছরে অদ্যাবদি কোন উপজেলাতেই লাইসেন্স নবায়ন করা হয় নি। কর্মকর্তাদের দায়িত্ব পালনে সতর্ক করা হলো এবং জুন/১৯ মাসের মধ্যে লাইসেন্স নবায়নের অধিকতর দায়িত্ব পালনে পরামর্শ প্রদান করা হলো।

৫. মৎস্য খাদ্য ও পশু খাদ্য আইন ২০১০ বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট /অভিযান/আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনঃ উক্ত প্রতিবেদনে এই অর্থবছরে কোন উপজেলার কোন অর্জন নাই।মৎস্য খাদ্য ও প্রানি খাদ্য আইন ২০১০ বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে। কোন অবস্থাতেই শূন্য প্রতিবেদন গ্রহনযোগ্য নয়।

৬. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মৎস্য হ্যাচারী আইন, ২০১০ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত মাসিক প্রতিবেদনঃ কলাপাড়া, বাউফল, দশমিনা উপজেলাতে হ্যাচারী থাকলেও অদ্যাবদি লাইসেন্স নবায়ন করা হয় নি। লাইসেন্স নবায়নের উদ্যোগ গ্রহন করতে হবে।

৭. ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে মৎস্য হ্যাচারী আইন , ২০১০ বাস্তবায়নে মোবাইল কোর্ট/অভিযান পরিচালনা/আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহন সংক্রান্ত প্রতিবেদনঃ প্রতিবেদনে দেখা যায় হ্যাচারী থাকলেও অর্থ বছরে অদ্যাবদি আইন বাস্তবায়নে কোন লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারন করা হয় নি এবং কোন অর্জন নাই। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাকে সতর্ক করা হলো এবং আইন বাস্তবায়নে উদ্যোগ গ্রহনের পরামর্শ প্রদান করা হলো।

৮.ক্ষুদ্র ঋনের প্রতিবেদনঃ ক্ষুদ্র ঋনের মাসিক প্রতিবেদনে দেখা যায় যে, ব্যাংক স্থিতি হিসেবে সদরে ৫.৭১৯ লক্ষ টাকা, কলাপাড়ায় ৪.৭৭ লক্ষ টাকা,বাউফলে ৪.৩৮১ লক্ষ টাকা, গলাচিপায় ৪.২২০৪ লক্ষ টাকা,মির্জাগঞ্জ ৪.০৬৭ লক্ষ টাকা, দশমিনাতে ২.৬২৭৯ লক্ষ টাকা আছে। ব্যাংকে অলস টাকা রাখা যাবে না। নীতিমালা অনুসরন পূর্বক বিতরনের উদ্যোগ নিতে হবে।

৯. নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন প্রদানঃ গলাচিপা উপজেলা থেকে মাসিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পাওয়া যায় না। কর্মকর্তাকে সতর্ক করা হলো এবং নির্ধারিত ছকে প্রতিবেদন দেওয়ার পরামর্শ প্রদান করা হলো।

মোল্লা এমদাদুল্যাহ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
পটুয়াখালী।
ফোন: ০৪৪১৬২৫০১
E-mail:
dfopatuakhali@fisheries.gov.bd

প্রাপকঃ

সিনিয়র উপজেলা/উপজেলা মৎস্য কর্মকর্তা,
সদর/কলাপাড়া/বাউফল/গলাচিপা/মির্জাগঞ্জ/
দশমিনা/দুমকী/রাঙাবালি/দশমিনা।

পত্র নং ৩৩.০২.৭৮০০.৪০০.১৭.০১৯.১৫-২৬৪/১(২)

তারিখ: ২৪ চৈত্র ১৪২৫ বঙ্গাব্দ
০৭ এপ্রিল ২০১৯ খ্রিষ্টাব্দ

সদয় অবগতির জন্য প্রেরণ করা হলোঃ
১। মহাপরিচালক,মৎস্য অধিদপ্তর,মৎস্য ভবন,রমনা,ঢাকা।
২। উপপরিচালক, মৎস্য অধিদপ্তর, বরিশাল বিভাগ, বরিশাল।
৩। সংশ্লিষ্ট নথি।

মোল্লা এমদাদুল্যাহ
জেলা মৎস্য কর্মকর্তা
পটুয়াখালী।
ফোন: ০৪৪১৬২৫০১
E-mail: dfopatuakhali@fisheries.gov.bd